International Journal of Applied Research 2015; 1(9): 716-719

**ISSN Print:** 2394-7500
**ISSN Online:** 2394-5869
**Impact Factor:** 5.2
IJAR 2015; 1(9): 716-719
www.allresearchjournal.com
Received: 25-06-2015
Accepted: 28-07-2015

**মোনালিসা ভট্টাচার্য্য**
সহাকারী অধ্যাপিকা, ত্রিবেণীদেবী ভালোটিয়া কলেজ, রানীগঞ্জ, বর্ধমান

**Correspondence**
**মোনালিসা ভট্টাচার্য্য**
সহাকারী অধ্যাপিকা, ত্রিবেণীদেবী ভালোটিয়া কলেজ, রানীগঞ্জ, বর্ধমান

# ভারত - মিশর সম্পর্কঃ প্রসঙ্গ বাণিজ্য

## ভূমিকা

প্রাচীন ভারতীয় সিন্ধু সভ্যতা এবং নীল সভ্যতার পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ভারত-মিশর বাণিজ্যিক সম্পর্ক সাম্প্রতিককালেও বিদ্যমান। প্রাচীন নীল ও সিন্ধু সভ্যতা পরস্পরের সঙ্গে স্থল পথ ও জলপথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিল।প্রাচীন কালে সামুদ্রিক বাণিজ্য ছাড়াও ইরান, ব্যাবিলন, ওমান, এডেন এবং প্যালেস্তাইনের মধ্যদিয়ে স্থলপথে বাণিজ্য চলতো।ভারতীয় বনিক সম্প্রদায় এডেন ও সকোত্রায় বাণিজ্যিক উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। ক্যাম্বে ও সকোত্রা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে উভয় রাষ্ট্রের কাছে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। পনেরো শো খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ ইউরোপীয় বনিক সম্প্রদায় বিশেষত: ব্রিটিশ বনিকরা মহাসাগরীয় বাণিজ্যকে দখলে আনায় ভারত-মিশর সু-দীর্ঘকালীন বাণিজ্যিক সম্পর্কে ভাটা পড়ে। বিশেষভাবে ভারতকে উপনিবেশে পরিণত করার পর ভারত- মিশর বাণিজ্যের উপর ব্রিটিশদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। তবে উপনিবেশিকতাবাদের ভাঙন এবং ভারত ও মিশরের স্বাধীনতা লাভ উভয় রাষ্ট্রকে পুনরায় বাণিজ্য সহযোগীতে পরিণত করেছে। যার সুদূরপ্রসারী ফলশ্রুতি হিসাবে 'ইজিপ্সীয় মিনিষ্ট্রি অফ ফরেন ট্রেড' ২০০২ সালকে চিহ্নিত করে'Year of Indian Trade' -রূপে। এর সূত্র ধরেই বর্তমানে ভারত-মিশর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক গতিশীলতা লাভ করেছে এবং ভারতকে দান করেছে মিশরের অন্যতম বাণিজ্য সহযোগী ও সর্বাপেক্ষা অনুগৃহীত রাষ্ট্রের মর্যাদা। তবে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে মিশরের সঙ্গে আমেরিকা ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা ভারতের মনে যে ভীতির উদ্রেক করেছিল ২০০৮ এর নভেম্বর মাসে মিশরীয় প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারকের ভারত সফর এবং ভারত-মিশর দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন নতুন পথের অনুসন্ধানের আন্তরিক প্রচেষ্টা সেই ভীতি দূর করতে সক্ষম হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে ভারত ও মিশরের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বিশেষভাবে আর্থিক বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারত ও মিশর সরকার এবং উভয় দেশের বনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি, বিনিয়োগ, বিনিময় প্রভৃতির পর্যালোচনা বর্তমান গবেষণা নিবন্ধের অন্যতম লক্ষ্য।

## পারস্পরিক সহযোগিতা

প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ আফ্রিকা মহাদেশের অন্যতম জনবহুল রাষ্ট্র হল মিশর। ভারত ও মিশর স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে বিশেষতঃ নেহেরু-নাসের সময়কাল থেকে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। স্বাধীন মিশরীয় প্রেক্ষাপটে নাসের গ্রহণ করেছিলেন অর্থনৈতিক সংস্কার, শিক্ষার উন্নয়ন, শিল্পগত উন্নয়নের নীতি। নাসেরের এই বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে ভারতের তরফ থেকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছিলেন। ন্যামকে কেন্দ্র করে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশকে সুনিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করার ক্ষেত্রে নেহেরু ও নাসের পালন করেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যে, ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেন যখন বাগদাদ সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে মিশর তখন ঐ বৎসরের ৬-ই এপ্রিল কায়রোতে ভারতের সঙ্গে স্বাক্ষর করে বন্ধুত্বমূলক চুক্তি; যাতে বলা হয়েছিল এর উদ্দেশ্য হল- "ভারত ও মিশরের জনগণকে শান্তি, বন্ধুত্ব ও ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা"। এই চুক্তি ঐস্লামিক বিশ্বে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে উভয় রাষ্ট্র ও তাদের জনগণের স্বার্থে বিভিন্ন বিষয়ে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলা হয়, যার মধ্যে অন্যতম ছিল দ্বি-পাক্ষিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয়টি। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ শে এপ্রিল বান্দুং-এ অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশিয়ান কনফারেন্স একদিকে যেমন

ন্যাম প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে অন্যদিকে আফ্রিকা মহাদেশের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বিশেষভাবে মিশরের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক তথা বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ***'Indo-EgyptianTechnical and Economic Cooperation',*** উদ্দেশ্য ছিল প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।

সুয়েজ সংকট এবং ইজরায়েল সংক্রান্ত প্রশ্নে ভারত সর্বদা মিশরের পক্ষাবলম্বন করলেও মিশরীয় রাষ্ট্রপ্রধান আনোয়ার সাদাতের সময় ইজরায়েল এবং প্রথম বিশ্বের রাষ্ট্রবর্গের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি ভারত-মিশর সম্পর্কে সাময়িক শৈত্য প্রবাহের সঞ্চার করে এবং ভারত-মিশর দ্বি-পাক্ষিক অর্থনৈতিক তথা বাণিজ্যিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ভারত আরবিয় রাষ্ট্রগুলির মতোই ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি এবং মিশর ও ইজরায়েলের মধ্যে বন্ধুত্বকে মেনে নিতে রাজি ছিল না । আরবিয় এবং অন্যান্য ন্যাম গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রবর্গ এই অপরাধে মিশরকে অপসারিত করতে চাইলে ভারত মিশরের পক্ষাবলম্বন করে। ফলে ভারত-মিশর দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বাতাবরণ ফিরে আসে এবং মুবারকের আমলে পুনরায় দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের প্রসার পরিলক্ষিত হয়। এই সময় থেকেই শিল্প, কৃষি, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করা হয়।

## বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তি

১৯৮২ ও ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে মিশরীয় প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারকের ভারত আগমন ভারত-মিশর দ্বি-পাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে দুই রাষ্ট্রের বিদেশ মন্ত্রীর উপস্থিতিতে ***'Indo-Egyptian Joint Commission'*** প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কৃষি, অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে পারস্পরিক লাভের বিষয়টিকে মাথায় রেখে। ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীতে ***'Indo-Egyptian Joint Commission' –*** এর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উপর; পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিই ছিল যার প্রধান উদ্দেশ্য। ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কায়রোয় ***IEJC-***র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, যৌথ উদ্যোগ, যৌথ বিনিয়োগ প্রভৃতির জন্য সরকারী ও বেসরকারি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করার কথা বলা হয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মিশর ভারতের সঙ্গে স্বাক্ষর করে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতামূলক চুক্তি। ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে মিশরের বিজ্ঞান বিষয়ক মন্ত্রী সরকারী সফরে ভারতে এসে বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলিতে বিনিময়ের মাধ্যমে উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এজন্য প্রতিষ্ঠিত হয় যুগ্ম প্রতিনিধিমন্ডলী যার দুই প্রধান কর্তাব্যক্তি ছিলেন মিশর ও ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রীদ্বয়। ১৯৯৫-৯৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনোলজি কো-অপারেশন একাধিক সম্মেলন আহ্বান করে। মিশরের গবেষণা মন্ত্রক মিশরে বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ ও বিজ্ঞান চর্চার প্রসারের জন্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এবং বিজ্ঞান সঞ্চারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

মিশরীয় প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ***'Indo-Egyptian Joint Business Group' (IEJBG)***যার প্রতিনিধিরা ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে কায়রোয়, ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে ব্যাঙ্গালোরে এবং ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীতে দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলেন। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিনিধিত্বমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে ভারত ও মিশরের মধ্যে ***'Bilateral Investment Protection Agreement'*** স্বাক্ষরিত হয়েছিল । পরবর্তী ক্ষেত্রে ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট, ডাবল ট্যাক্সেসন অ্যাভয়ডেবল এগ্রিমেন্ট, মার্চেন্ট শিপিং এগ্রিমেন্ট, ট্যুরিজম কো-অপারেশন এগ্রিমেন্ট, ক্ষুদ্র শিল্পে ভারতের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর জন্য ভারতের ক্ষুদ্র শিল্প নিগমের সঙ্গে মিশরের সোশ্যাল ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্টের চুক্তি প্রভৃতির মধ্যদিয়ে ভারত ও মিশর উভয় রাষ্ট্রই দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ককে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। ইন্ডিয়ান ট্রেড প্রমোশনাল অর্গানাইজেশন এবং জেনারেল অর্গানাইজেশন ফর ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার এন্ড এক্সিবিসন এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তানুযায়ী উভয় রাষ্ট্রই বাণিজ্য মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকে যেখানে উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়।

## বেসরকারী ক্ষেত্রে উদ্যোগ

মিশরের উদারীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিপুল সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয় সেই সুবিধাকে কাজে লাগাতে ভারতীয় বেসরকারি সংস্থাগুলি তৎপর হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে তারা যৌথ উৎপাদন ভিত্তিক বিনিয়োগ এবং ব্যক্তিগত উৎপাদন ভিত্তিক বিনিয়োগে মনোনিবেশ দান করে। গ্রাসিম ইন্ডিয়া লিমিটেড, আদিত্য বিড়লা গ্রুপ, এশিয়ান পেইন্টস, এইচ.ডি.এফ.সি., ইফকো, এসেল প্রভৃতি কোম্পানিগুলি যথাক্রমে-কার্বন ব্লাক, আলেকজান্দ্রিয়া ফাইবার কোম্পানি, ইজিপ্সিয়ান হাউজিং ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি, অল-নাসর, প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বেল প্রভৃতি মিশরীয় কোম্পানির সঙ্গে যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে মিশরের উৎপাদন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। অটোমোবাইল শিল্পে অশোক লেল্যান্ড, মহিন্দ্রা অ্যান্ড মহিন্দ্রা, বাজাজ অটো এবং প্রসাধনী উৎপাদনে মারিকো, ডাবর ইন্ডিয়া লিমিটেড মিশরে একশো শতাংশ বিনিয়োগের সুযোগ পেয়ে থাকে। বাজাজ অটো ও বাজাজ টেম্পো মিশরে যৌথ উদ্যোগে ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে। যদিও এম এস অটো টেক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কির্লোস্কার ব্রাদার্স সম্পূর্ণ নিজস্ব বিনিয়োগের মধ্যদিয়ে মিশরীয় উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

অনুরূপভাবে ২০০৩ সালের পরবর্তী পর্বে উইপ্রো, এন.আই.আই.টি., আই.ফ্লেক্স প্রভৃতি ভারতীয় তথ্য প্রযুক্তি সংস্থাগুলি মিশরে তাদের শাখা প্রতিষ্ঠা করেছে। এই সমস্ত সংস্থাগুলি একদিকে যেমন মিশরে তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে অন্যদিকে তেমনি সরকারী ও বেসরকারি ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে সহযোগিতা দান করে। টেলিকমিউনিকেশন সংস্থা ট্রাই এর সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করে মিশরের টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে। ২০০৭ এর ডিসেম্বর মাসে ইজিপ্সিয়ান মিনিস্ট্রি অফ টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি ভারতের টি.সি.আই.এল. -এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে প্যান আফ্রিকান ই-নেটওয়ার্কিং পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে। তথ্য ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে

সহযোগিতামূলক সমঝোতা ভারতীয় তথ্য প্রযুক্তি সংস্থাগুলিকে মিশরের বৃহত্তর বাজারে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে। বর্তমানে মিশরের বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে ভারতের লগ্নীর পরিমাণ ১.৭ বিলিয়ন ডলারেরও বেশী। জেনারেল অথোরিটি ফর ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফ্রি জোনস এর দৃষ্টিতে মিশরে বিনিয়োগকারী দেশ হিসাবে ভারত দশম স্থানে, যারা প্রায় পঁয়ত্রিশটি প্রোজেক্টে প্রায় হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে এবং এর মধ্যে বেসরকারি ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগে কেমিক্যাল কোম্পানিগুলি বিনিয়োগ করেছে সর্বাধিক মাত্রায়।

## আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য

আফ্রিকা মহাদেশে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য সহযোগী মিশর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইতালীর পর ভারত হল মিশরের তৃতীয় বৃহত্তম বাণিজ্য সহযোগী। মিশর ভারতে যে সমস্ত দ্রব্যাদি রপ্তানি করে তার ৯৫% হল তেল ও গ্যাস। ভারত-মিশর থেকে কেবলমাত্র তেল ও গ্যাস আমদানি করে না, অন্যান্য দ্রব্যাদি যেমন রান্নার কয়লা, কাঁচা সূতা, পাথুরে ফসফেট, কাঁচা চামড়া, ক্রিস্টাল ও কাঁচের তৈরি দ্রব্যাদি, রাসায়নিক দ্রব্য, প্যাপিরাস এবং মার্বেল আমদানি করে থাকে। ভারতের রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম হল- মাংস, সুতিবস্ত্র, সিনথেটিক বস্ত্র, চিনি, সয়াবিন, চা, তামাক, রাবার, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ি ও তার যন্ত্রাংশ, ঔষধ এবং চিকিৎসা বিষয়ক জিনিস-পত্রাদি। ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারত মিশরে রপ্তানি করেছে ৫৩৪.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য দ্রব্যাদি যা ২০০৭-এ বর্ধিত হয় ৫১% । মিশরে ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে বিগত সাত বৎসরের অবস্থান একটি সারণির মাধ্যমে দেখানো হল:

সারণি-১

| অঞ্চলেরনাম | মিশরেরআমদানি (শতাংশে) | মিশরেররপ্তানী (শতাংশে) |
|---|---|---|
| ইউরোপিয়ানইউনিয়ন | ৩৮% | ৩৭% |
| মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র | ২০% | ৩১% |
| আরবদেশসমূহ | ৮% | ১১% |
| এশীয়দেশসমূহ | ১৪% | ১০% |
| অন্যান্যইউরোপীয়দেশ | ৮% | ৭% |
| বিশ্বের অন্যান্য দেশ | ১২% | - |

**তথ্যসূত্রঃ**http//www.mpra.ub.uni-muenchen.de

## দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের সাম্প্রতিক প্রবণতা

২০০৮ সালের এপ্রিল মাসে মিশরের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের বৃহৎ প্রতিনিধি দল নতুন দিল্লীতে ভারতীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়। ভারত ও মিশরের মধ্যে বাণিজ্য ও মিশরে ভারতের বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপর আলোচনা ছাড়াও মিশরে কেবলমাত্র ভারতের জন্য পৃথক বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে তোলার ব্যাপারে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়। ঐ বৎসরেরই জুলাই মাসে (১-৩) ভারতের বিদেশমন্ত্রী প্রনব মুখোপাধ্যায় কায়রোয় মিশরীয় প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারকের সঙ্গে এবং মিশরীয় বিদেশ মন্ত্রী আবদুল গেইতের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। ভারত-মিশর দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের বন্ধনকে দৃঢ় করা এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নতুন নতুন পথের অনুসন্ধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ২০০৮ এর নভেম্বর মাসে প্রায় ত্রিশ বছর পর মিশরীয় প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারক ভারতে আসেন এক উচ্চ পর্যায়ের বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদল নিয়ে। একটি বেসরকারি সংবাদপত্রে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মুবারক দাবী করেন যে ২০০৭ সালে ভারত-মিশর দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩.৫ বিলিয়ন ডলার যা অন্যান্য বছরগুলির তুলনায় কয়েকগুণ বেশী। তিনি আরও বলেন, ভারত ও মিশরের মধ্যে বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও যৌথ অংশীদারীত্ব ক্রমাগত বর্ধিত হয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে উভয় রাষ্ট্রের বাণিজ্য সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি এবং বেসরকারি বাণিজ্য প্রতিনিধিরা প্রায়শই মিলিত হয়ে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার দ্বারা দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

## উপসংহার

নেহেরু-নাসের সময়কালে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ভারত-মিশর যে সহযোগিতামূলক সম্পর্কের সূত্রপাত সাদাতের আমলে সেই সম্পর্কে সাময়িক শৈত্য প্রবাহের সঞ্চার হলেও ১৯৮০-এর দশক থেকে ভারত ও মিশর পুনরায় দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ককে জোরদার করে তুলেছে। ঠাণ্ডা লড়াই উত্তর সময়কালে এবং বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে ভারত ও মিশর উভয় উন্নয়নশীল রাষ্ট্রই অর্থনৈতিক সহযোগিতায় পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠার চেষ্টায় যত্নশীল। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ইজরায়েলের সঙ্গে মিশরের সুসম্পর্ক, প্যালেস্টাইনের সামাজিক পুনরুত্থান, আরবিয় অঞ্চলে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে মিশরকে সর্বতোভাবে সাহায্য ভারতকে মিশরের ঘনিষ্ঠ সহযোগীতে পরিণত করবে। মিশরের কৌশলগত অবস্থান, সুয়েজ খাল, খনিজ সম্পদ, গ্যাস ও তেলের ভাণ্ডার, বিশেষভাবে ২০০৫ সালে সুয়েজ খালের নিকটবর্তী উত্তর রামাদানে বৃহৎ তৈল ক্ষেত্রের আবিষ্কার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মিশরের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে সন্দেহাতীতভাবে। এই দিকগুলির কথা মাথায় রেখে ভারত মিশরের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে আখেরে লাভবান হবে ভারতই।

## সহায়ক গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য তথ্যসূত্র

## গ্রন্থাবলী


1. Ahmad Maqbul. Indo-Arab Relations: An Account up to Modern Times, ICCR, New Delhi, 1969
2. Bhat TP. Indo-Egyptian Economic Relations: Perspectives and Perceptions, in G.Pant Edited 'Indo – Egyptian Perspectives', SIS, JNU,New Delhi, 1999.
3. Chopra Maharaja K. India and the India Ocean, New Horizons, Sterling, New Delhi, 1982.
4. Doshi Surya. (Ed.), India and the Egypt: Influence and Interaction, Marg Publishers, Bombay, 1993.
5. India, Lok Shabha Secretriate, Foreign Policy of India, Text and Documents 1948-1958, Lok Shabha Secretariate, New Delhi, 1958.
6. Pasha AK, Arab Islraeli Peace Process: An Indian Perspective, Manas Pub., New Delhi, 2000.
7. ----, Egypt's Quest for Peace, National Publishing House, New Delhi, 1994.
8. Singh Gurdip, Indias Economic Ties with the Non-aligned Countries, Sumeet Publication, New Delhi, 1978.
9. Turner Jack, The History of a Temptation, Vintage

Books, New York, 2005.
10. Zayyat Hasan Mohammaed, India and Egypt: Modern Relation between the two Ancient Nations, ICCR, New Delhi, 2002.

**ওয়েবসাইট তথ্য**

1. 2002 is the Year of India in Egypt Capacity Building for Ministry Staff, http//www.sme.gov.eg
2. A Friendship Forged by Non-alignment, http//indembcairo.com
3. Egypt-India: An age-old relationship by Khadiga Samir, http//thedailynewsegypt.com
4. India and the Prospect for Strengthening India-Egypt Relation, www.dailynewsegypt.com
5. Indo-Egypt Bilateral Relation, http//www.meaindia.nic.in/foreignrelation/egypt.htm
6. India-Egypt Bilateral Relation, http//www.indembcairo.com
7. Indo-Egypt Economic Relation, http// economywatch.com
8. India-Egypt Economic and Commercial Relations, http//www.ficci.com/internationalcountries/egypt
9. President Mubarak's interview with The Times of India Newspaper, http//www.sis.gov.eg/vr/egyptindia/english/add02.htm